বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্ণর

ডঃ আতিউর রহমান এর সাথে

সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর নবনির্বাচিত

পরিচালনা পর্ষদের বক্তব্য

উপস্থাপনায় ঃ

মোঃ সবুর খান

সভাপতি, ডিসিসিআই

জানুয়ারী ২৮, ২০১৩

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্ণর ডঃ আতিউর রহমান এর সাথে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খানের বক্তব্য।
(তারিখ ঃ ২৮-০১-২০১৩, সময় ঃ বিকাল ৩:০০ টা, স্থান ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক)।

শুরুতেই ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে সাম্প্রতিক সময়ে কৃষি, এসএমই এবং আর্থিক খাতে প্রযুক্তিগত উন্নয়নে আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বের জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। আমরা মনে করি, আপনার দৃঢ়তা এবং সময়োপযোগী ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতিকে আরও কর্মচঞ্চল, জিডিপি প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং আগামী ২০২১ সালে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পরিণত করার বাংলাদেশ সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

আমরা লক্ষ্য করেছি বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ এর রূপকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের আর্থিক খাতের অটোমেশনের এক যুগোপোযুগী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ ব্যাংকে অনলাইন সেবা চালু, দেশের পে-মেন্ট সিস্টেম অটোমেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে চেক ক্লিয়ারিং ও ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার সিস্টেম প্রবর্তন, বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল সহ অন্যান্য রিকারেন্ট পে-মেন্ট অনলাইনে সম্পাদন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় তথ্য ও প্রযুক্তি নীতিমালার আলোকে দেশে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা আশা করি এ সুইচ চালু হলে দেশের আর্থিক খাতে শৃংঙ্খলা বৃদ্ধি পাবে।

মাননীয় গভর্ণর,

বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সাফল্য বিভিন্ন দেশী এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। তবে দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন সম্ভব হলেও কতগুলো ক্ষেত্রে ঋণাত্মক গতি লক্ষ্য করার মত। **ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ এর পরিমান ডিসেম্বর, ২০১২-তে রেকর্ড ১২.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এবং রেমিটেন্স প্রবাহের পরিমান জুন, ২০১২-তে ১২.৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে**। অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় রেমিটেন্স শতকরা ১০.২১ শতাংশ বৃদ্ধি এবং রিজার্ভ শতকরা ৩১.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও **সংকুচিত মুদ্রানীতির কারণে মূল্যস্ফীতি কিছুটা হ্রাস পেয়ে দুই অংকের কোঠা থেকে নভেম্বর ২০১২ তে ৬.৫৫ শতাংশে আনয়ন সম্ভব হয়েছিল।** কিন্তু জ্বালানী মূল্য ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির কারণে **এক মাসের ব্যবধানে মূল্যস্ফীতি গত ডিসেম্বর ২০১২ তে ৭.১৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।** এছাড়া **মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক ২৮ শতাংশ এবং কাঁচামাল আমদানি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক ১২ শতাংশ এবং অন্যদিকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০১১-১২ অর্থবছরে এক অংকের কোঠায় (৫.৯ শতাংশ) নেমে আসার পাশাপাশি বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ কমে যাওয়া এবং ব্যাংক থেকে সরকরের ঋণ গ্রহণ অর্থনীতির জন্য আশংকার কারণ।**

পরিসংখ্যানে দেখা যায় **২০১০-১১ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপির ১৯.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৯.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং সরকারি খাতে বিনিয়োগ একই সময়ে ৫.৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।** অর্থাৎ বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের হার হ্রাস পাচ্ছে। দেশের ভৌত অবকাঠামোর জন্য এগুলো সুসংবাদ নয়। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মনে করে দেশে সার্বিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও গতিশীলতা বজায় রাখা খুবই জরুরী। চলতি অর্থবছরে সরকার ৭.২শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির বিবেচনায়, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা হ্রাসের ফলে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি আশানুরূপ না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যাপ্ত ইউটিলিটির অভাব বিনিয়োগের পরিস্থিতি আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ায় এ অর্থবছরে প্রাক্কালিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ অর্জন করা খুবই চ্যালেঞ্জিং বলে আমরা মনে করছি।

মুদ্রানীতি ঃ সরকারের ক্রমবর্ধমান ব্যয় সংকুলানের জন্য সম্প্রসারিত রাজস্ব নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। আবার সংকুচিত মূদ্রানীতি গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারী খাতের ঋণ প্রবাহে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। এ ধরনের দ্বৈত নীতি দূর করা দরকার। **রাজস্বনীতি এবং মুদ্রানীতির মধ্যে সামঞ্জস্যতা না থাকলে রাজস্ব আহরণ এবং মুদ্রা সরবরাহের মধ্যে**

বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। এ কথা সত্য যে, মূল্য স্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যেমন সংকুচিত মুদ্রানীতির প্রয়োজন, তেমনি বেসরকারী খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগ বাড়াতে সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির প্রয়োজন। কাজেই বেসরকারি খাতের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আসন্ন মুদ্রানীতি এমনভাবে প্রণয়ন করা প্রয়োজন যাতে তা ব্যবসায় প্রসারের জন্য সহায়ক হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য শুধু মূল্যস্ফীতি হারের নিয়ন্ত্রণের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়। **মুদ্রা সরবরাহ, বিনিময় হার এবং মূল্যস্ফীতির হারের মধ্যে সমন্বয় করে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের স্বার্থে নতুন মুদ্রানীতির মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে পর্যাপ্ত ঋণ যোগানের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।**

ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদ হার ঃ ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদ হার উদ্যোক্তা উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়। এ ব্যাপারে ব্যাংক-উদ্যোক্তাদের সাথে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন। **বেসরকারী ব্যাংকগুলো নিজেদের ইচ্ছা মত সুদের হার নির্ধারন করে। কিন্তু সকলে দোষারোপ করে বাংলাদেশ ব্যাংক-কে।** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাগণকে ঋণ নিতে হচ্ছে চড়া সুদে। ব্যাংকগুলো প্রায় ১৩ থেকে ১৫ শতাংশ হার সুদে আমানত নিয়ে তা ১৮ থেকে ২০ শতাংশ হারে লগ্নি করছে। বেশি সুদে আমানত সংগ্রহ করে ঋণ প্রদানেও চড়া সুদ আদায় করছে ব্যাংকগুলো। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনীতিতে। **আমরা মনে করি সুদ হার সহ ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বানিজ্যিক ব্যাংক এর সুদ নির্ধারনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিৎ। এখানে আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে যেহেতুে বাংলাদেশে এ মুহূর্তে ব্যাংকের অর্থায়ন সংকট চলছে, তাই আমাদের স্থানীয় ব্যাংকগুলো বিদেশ থেকে off-shore financing এর মাধ্যমে তা আমাদের উদ্যোক্তাদের মাঝে স্বল্প সুদে বিতরন করতে পারে।**

বাংলাদেশে ব্যাংক সুদের ক্যাটাগরি ভিত্তিক একটি সরকারি তালিকা আমি তুলে ধরতে চাই ঃ

ক্রমিক	ঋণের খাত	সুদের হার
১.	কৃষি	৮% - ১৩%
২.	বড় ও মাঝারি শিল্পের টার্ম লোন	১৫% - ১৭%
৩.	ক্ষুদ্র শিল্পের টার্ম লোন	১৩.৫% - ২২.৫০%
৪.	বড় ও মাঝারি শিল্পের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল	১৫.৫০% - ১৮%
৫.	ক্ষুদ্র শিল্পের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল	১৫.৫০% - ২২.৫০%
৬.	রপ্তানি	৭%
৭.	ট্রেড ফাইন্যান্সিং	১৪% - ১৮.৫০
৮.	গৃহায়ন ঋণ	১৫.৫০ - ১৯%
৯.	ভোক্তা ঋণ	১৫.৫০% ২১.৫০%
১০.	অন্যান্য	১১% - ২০%

সূত্র ঃ ইকোনোমিক ট্রেন্ড ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

এ তালিকা থেকে সহজেই ব্যাংক ঋণের উপর উচ্চ সুদের সরকারি হিসাব দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবে ঋণের সুদের হার আরো বেশি। তাছাড়া বিভিন্ন সার্ভিস চার্জের অজুহাতে আরো বাড়তি বোঝাও ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের স্বার্থে এবং দেশের সার্বিক অর্থনীতির স্বার্থে এ সুদ হার এক অংকের কোঠায় নামিয়ে আনা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যেখানে ঋণের উপর সর্বোচ্চ ৯.৫ শতাংশ সুদ আদায় করা হয়, সেখানে বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশে ঋণের সুদ হার এত বেশি হওয়া কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। এখানে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে ব্যাংকগুলোর আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদানের সুদের ব্যবধান বা স্প্রেড সরকারী হিসাবে বর্তমানে ৫.৫ শতাংশেরও উপরে। তাই এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ব্যবসায়ীদেরকে ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে টিকে থাকতে হয়। **বাংলাদেশের মত অধিক জনসংখ্যার দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতার জন্য উদ্যোক্তা তৈরির বিকল্প নেই। তাই আমাদের দেশে ব্যাংক ঋণের স্প্রেড কোন ক্রমেই ২ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয়। এ ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।**

অটোমেটেড চেক ক্লিয়ারিং এর উপর চার্জ প্রত্যাহার ঃ এমনিতেই অতি উচ্চ সুদে ব্যাংক ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে ব্যবসায়ীরা হিমশিম খাচ্ছেন, তার উপর সম্প্রতি **বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউসের মাধ্যমে চেক ক্লিয়ারিং এর উপর চার্জ এবং অন্যান্য অযৌক্তিক সার্ভিস চার্জ আরোপ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।** আপনার সদয় অবগতির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিগত ১৩ নভেম্বর, ২০১২ ইং তারিখের পিএসডি সার্কুলার নং- ৩/২০১২ এর আলোকে এ ধরনের চার্জের হার তুলে ধরছি ঃ

লেনদেনের ধরন	উপস্থাপনকারী ব্যাংকের নিকট হতে ব্যাক কর্তৃক আদায়যোগ্য	উপস্থাপনকারী ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের নিকট হতে সর্বোচ্চ আদায়যোগ্য
হাই ভ্যালু চেক ক্লিয়ারিং	৳ ২৫.০০ (+ ভ্যাট)	৳ ৫০.০০ (+ ভ্যাট)
রেগুলার ভ্যালু চেক ক্লিয়ারিং	৳ ৫.০০ (+ ভ্যাট)	৳ ৭.০০ (+ ভ্যাট)
যে কোন EFT লেনদেন	৳ ৫.০০ (+ ভ্যাট)	৳ ৭.০০ (+ ভ্যাট)

প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার মূল্য ভোক্তা সাধারণের কাছ থেকে নেয়ার নজির ডিজিটাইজেশনের জন্য একটি ভুল বার্তার জন্ম দিবে এবং ডিজিটাইজেশনকে নিরুৎসাহিত করবে। ইতোমধ্যে গত ১৭ জানুয়ারী, ২০১৩ ইং তারিখে ঢাকা চেম্বার হতে এ ধরনের চার্জ প্রত্যাহারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক-কে অনুরোধ করে পত্র দেয়া হয়েছে। আমরা আশা করি ব্যবসায়ীক ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে এ চার্জ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। চেক ক্লিয়ারিং এর জন্য যে মেশিনারী ক্রয় করা হয়েছে তার মূল্য ভোক্তা সাধারণ বহন করতে পারে না। এ মূল্য ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে এককালীন আদায় করা যেতে পারে।

ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেন উৎসাহিতকরণঃ স্থানীয় ঋণপত্র **(Local L/C)** এর উপর পণ্য সরবরাহ বা চুক্তি সম্পাদনের জন্য ঠিকাদার ও সরবরাহকারীর ন্যায় করারোপ করা হচ্ছে। স্থানীয় ঋণপত্র খোলার উপর এ ধরনের করারোপ করার ফলে ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত পণ্যের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানিকৃত পণ্যের সাথে অসমপ্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাছাড়া **Local L/C** এর উপর করারোপের মাধ্যমে ব্যাংকিং চ্যানেলের লেনদেনকেও নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। তাই ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেনকে উৎসাহিত করার জন্য এ ধরনের করারোপ প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।

ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স পাঠানোকে উৎসাহিতকরনরঃ সর্বোচ্চ ট্যাক্স প্রদানকারীকে, সর্বোচ্চ রপ্তানীকারককে রাষ্ট্রে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। তদ্রুপ ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স পাঠানোকে উৎসাহিতকরনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সর্বোচ্চ একশত রেমিটেন্স প্রেরণকারীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করে সার্টিফিকেট প্রদান করা যেতে পারে। এমনকি যে সকল দেশ থেকে বেশী রেমিটেন্স আসে সেসকল দেশের অন্ততঃ দশ জন করে রেমিটেন্স প্রেরণকারীকে পুরষ্কৃত করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে ব্যাংকের ভূমিকাঃ পৃথিবীর সকল দেশেই কিছু লোক ঝুঁকি নিতে চায়না, আবার কিছু লোক ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে। যারা ঝুঁকি নিতে চায়না, তারা তাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকে গচ্ছিত রাখে। অন্যদিকে যারা ঝুঁকি নিতে চায়, তারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করার মত হলেও আমাদের দেশের ব্যাংকগুলো তেমন ভূমিকা রাখতে পারছেনা। **ঢাকা চেম্বার আশা করে ব্যাংকগুলোকে আরো অধিকহারে ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো উপযুক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে জাতিকে স্বাবলম্বী হতে এগিয়ে আসবে। এখানে বিশেষভাবে ব্যাংকের Consumer Credit Scheme এর সাফল্যের কথা বিবেচনা করে একে উদ্যোক্তাদের জন্য আরও সম্প্রসারন প্রয়োজন যাতে Scheme টি নতুন উদ্যোক্তা তেরীতে নতুন ধারা উন্মোচন করতে পারে। আপনার গতিশীল নির্দেশনার মাধ্যমে আমারা আশা করি ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হবে কে কত নতুন উদ্যোক্তা তৈরী করতে পারে।**

পুঁজি বাজার ঃ বর্তমানে পুঁজি বাজার খুবই নাজুক অবস্থায় রয়েছে। যে করেই হোক শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হবে। স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত পাবলিক লিঃ কোম্পানিগুলোর মুনাফার উপর আরোপিত কর হার হ্রাস করা প্রয়োজন। নন-লিষ্টেড এবং নতুন কোম্পানিকে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। ব্যাংক আমানতের উপর সুদ হার কমিয়ে জনগণকে শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের জন্য আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যাংক তাদের নিজস্ব স্বার্থে ইতোপূর্বে ব্যাপক হারে শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করেছিল, কিন্তু ২০১০ সালে শেয়ার মার্কেটের পতনকালে ব্যাংকগুলো তাদের বিনিয়োগ তুলে নেয়। এর নেতিবাচক প্রভাবে শেয়ার মার্কেটের পতন আরো ত্বরান্বিত হয়েছিল যার প্রভাব এখনো অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া ব্যাংকের অব্যবস্থাপনার কারনে অনেক আর্থিক কেলেঙ্কারী সংঘটিত হয়েছে। এতে জাতি বিব্রত হয়েছে, সরকার বিব্রত হয়েছে।

বাংলাদেশের দক্ষ সেবা প্রদানকারীকে দেশের বাইরে ব্যাবসা পরিচালনার সুযোগ প্রদানঃ বাংলাদেশে অনেক বিদেশী সেবা প্রদানকারী কনসাল্টিং ব্যাবসা, কোরিয়ার ব্যাবসা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, বাইং হাউস, হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম সার্ভিস ইত্যাদি ব্যাবসা পরিচালনা করছে। আমাদের দেশেও শিক্ষা, সফ্টওয়ার, বাইং হাউস, বিল্ডিং এন্ড ফ্যাক্টরী মেইনটেনেন্স, হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম সার্ভিস এবং প্রিন্টিং খাত সহ আরও অনেক প্রতিভাবান উদ্যোক্তা তৈরী হয়েছে যারা আমাদের জনশক্তিকে ব্যবহার করে বিদেশে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনুমোদন দিতে পারে। এতে মাত্র ১০০০ থেকে ৫০০০ ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে আমাদের দেশে থেকেই উদ্যোক্তারা ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে এবং অতিরিক্ত কোন বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে না। এছাড়া এধরনের ব্যবস্থা চালু হলে আমাদের এনআরবি উদ্যোক্তাদের সাথে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের বিশাল এক সমন্বয় সাধিত হবে।

ন্যাশনাল আইডি কার্ড ঃ আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের ভোটার আইডি কার্ড রয়েছে। কিন্তু এর ব্যবহার খুবই সীমিত। এই ভোটার আইডি কার্ডকে ন্যাশনাল আইডি কার্ডে রূপান্তর করে Digitally Available করা প্রয়োজন। **ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার সবচেয়ে সহজ পদক্ষেপ হলো দেশের সকল নাগরিককে Central Data Base এর আওতায় আনয়ন। এ ডেটাবেজের মাধ্যমে খুব দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে যাচাইয়ের মাধ্যমে Credit Information Bureau (CIB) ছাড়পত্র প্রদান করা সম্ভব হবে এবং এতে আর্থিক খাতে লেনদেনে শৃংখলা আনয়ন সহজ হবে এবং রাষ্ট্রীয় সকল কার্যক্রম স্বচ্ছ ও সুন্দর হবে।**

প্রয়োজনীয় ব্যবসায়ীক তথ্য অনলাইনে প্রতিস্থাপণ ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটটি খুবই তথ্যবহুল যা ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা চেম্বারের ওয়েবসাইটটিকেও তথ্যবহুল এবং ব্যবসায়ী-বান্ধব করে প্রণয়ন করা হয়েছে। চেম্বারের সমস্ত প্রকাশনা এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন লাইনে সহজলভ্য করা হয়েছে, যাতে ব্যবসায় সংক্রান্ত যে কোন তথ্যের জন্য ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশাপাশি ডিসিসিআই ওয়েবসাইটকেও বেছে নেয়। **অতি শীঘ্রই চেম্বারে B2B Web Portal চালু করা হবে যার মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ অন-লাইনে যোগাযোগ সম্পন্ন করতে পারবেন। ঢাকা চেম্বারের ওয়েবসাইটের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটের লিংক করা হলে ব্যবসায়ীরা সহজেই প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন।**

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ঃ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্থায়ন সব চেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করে। বিশ্ব ব্যাপী এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে সহজ এবং কার্যকরী একটি ব্যবস্থা হচ্ছে Venture Capital। পার্শ্ববর্তী দেশ যেমন মিয়ানমার, শ্রীলংকা, ভারত ও পাকিস্তানে Venture Capital প্রণয়নের মাধ্যমে নতুন নতুন সফল উদ্যোক্তা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে যা বাংলাদেশে অদ্যবধি অনুপস্থিত। বাংলাদেশে Venture Capital কোম্পানি গড়ে উঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য বিকল্প অর্থায়নের ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Venture Capital কোম্পানি কাজ শুরু করেছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় নীতিমালার অভাবে এর বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। **ঢাকা চেম্বার এবং Business Initiative Leading**

Development (BUILD) বাংলাদেশে Venture Capital ব্যাবসা বিকাশের জন্য একটি গাইড লাইন এবং নীতিমালা তৈরীর জন্য গবেষণার উদ্যোগ গ্রহন করেছে। ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে Venture Capital নীতিমালা তৈরীর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

মাননীয় গভর্ণর,

২০১৩ সালের প্রধান চ্যালেঞ্জ শুধু আর্থিক ব্যবস্থাপনায়ই নয়; প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎপাদনশীল বিশেষ করে শিল্প উৎপাদন ও সেবা খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোটাই প্রধান চ্যালেঞ্জ। এজন্য আরো দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দ্রুত উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা গেলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জন সম্ভব হবে। সেলক্ষ্যেই আমাদের অর্থনৈতিক দক্ষতা ও সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। দেশী-বিদেশী সম্পদকে বিনিয়োগের জন্য সঞ্চালিত করতে হবে এবং বিনিয়োগ হতে হবে উৎপাদনের জন্য। অনুৎপাদনশীল খাতে শীঘ্রই সম্পদের অপচয় বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণে নিরুৎসাহিত করা হবে।

ঢাকা চেম্বারের কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিবাচক দিকগুলো সঠিকভাবে বিশ্বের বুকে ব্র্যান্ডিং করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের এগিয়ে চলার পথে আপনাদের সহযোগিতা এবং কার্যকর সম্পৃক্ততার আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আবারও ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদকে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জনাই।

আল্লাহ হাফেজ

মোঃ সবুর খান
সভাপতি, ডিসিসিআই

তারিখ ঃ ২৮ জানুয়ারী, ২০১৩